দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 DEC 2002 পৃষ্ঠা ২৮ কলাম

বরিশালে অধিকাংশ স্কুলে অতিরিক্ত ফী আদায় ॥ মনিটরিং নেই অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ এসএসসি পরীক্ষার অতিরিক্ত ফী আদায় করা হচ্ছে নগরীর প্রায় প্রতিটি স্কুলে। বোর্ডের নির্ধারিত ফী ৪৭৫ টাকা হলেও স্কুলগুলোতে নেয়া হচ্ছে কয়েকগুণ বেশি। অতিরিক্ত ফী আদায় করার কারণে বেশিরভাগ অভিভাবকই বিপাকে পড়েছেন। আর এ ব্যাপারে শিক্ষাবোর্ডেরও কোন মনিটরিং নেই। তবে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলছেন, বোর্ড নির্ধারিত ফীর বাইরে বাড়তি টাকা নেয়া হয় না। এ ছাড়া যে টাকা স্কুল নিয়ে থাকে তা স্কুলের উন্নয়নের স্বার্থে নেয়া হয়। প্রতিবছরই নগরীর বিভিন্ন স্কুল এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত ফী আদায় করে থাকে। এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সময়কে টাকা আদায়ের সিজন হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। ফরম পূরণের নামে স্কুলগুলো নানা ধরনের ফী আদায় করে, যা পরিশোধ করতে গিয়ে অভিভাবকরা থাকেন চাপের মুখে। শিক্ষাবোর্ডের নির্ধারিত ফী হচ্ছে ৪শ' ৫০ টাকা। শিক্ষাবোর্ড তত্ত্বীয় প্রতিপত্রের জন্য নেয় ৩৫ টাকা, ব্যবহারিক ২০ টাকা, মার্কশীটের জন্য ৩০ টাকা, স্কাউট অথবা গার্লস গাইড ১০ টাকা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ বাবদ ৫ টাকা, কেন্দ্র ফী মানবিক বিভাগে ১০০ টাকা ও বিজ্ঞান বিভাগের ১২০ টাকা হারে নিয়ে থাকে। মোটের ওপর যা দাঁড়ায় স্কুল নেয় এর কয়েকগুণ বেশি। নগরীর অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন স্কুল উদয়ন স্কুলে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে এক হাজার ৫৫ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে নেয় ১১শ' ৬০ টাকা। অপরদিকে নূরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানবিক বিভাগে নেয় ১৫শ' ৬৫ টাকা, বিজ্ঞান বিভাগে নেয় ১৬শ' ২৫ টাকা। তবে এই স্কুলের কয়েক ছাত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছে, স্কুল তাদের কাছ থেকে ২২শ' টাকা পর্যন্ত নিয়েছে। মথুরামনাথ পাবলিক স্কুলে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ১৯শ' ৬০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে দু'হাজার ৭০ টাকা হারে টাকা নিচ্ছে। এ স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, প্রি টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্ররা মানবিক বিভাগে ২৪শ' ৬০ টাকা, বিজ্ঞান বিভাগে ২৫শ' ৭০ টাকা ফী দিয়ে ফরম ফিলাপ করতে পারবে। অতিরিক্ত ফী নেয়ার অভিযোগ রয়েছে বরিশাল প্রাণকেন্দ্রের প্রায় সব স্কুলেই। সরকারী স্কুল কিছুটা কম নিচ্ছে কিন্তু পিছিয়ে নেই বেসরকারী স্কুলগুলো। জগদ্বীশ সারস্বত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্রী চৈতন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজিয়েট স্কুলসহ শহরের প্রায় সব স্কুল অতিরিক্ত ফী আদায় করে নিচ্ছে। ছাত্রদের কাছ থেকে জানা গেছে, স্কুলগুলো ফরম ফিলাপ বাবদ যে টাকা নেয় তার কোন রসিদ আপাতত দিচ্ছে না। নগরীর বাইরের স্কুলগুলোর অতিরিক্ত ফী আদায়ের এই প্রবণতা আরও বেশি। এদিকে বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পিয়ার উদ্দিন আহম্মেদ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) আশরাফুল হক ভূঁইয়ার কাছে সাংবাদিকরা অতিরিক্ত ফী আদায়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে তাঁরা দু'জনে প্রায় একই কথা বলেন। তাঁরা জানান, তাঁদের কাছে কোন লিখিত অভিযোগ আসেনি। টেলিফোন বা মৌখিক অভিযোগ অনেকেরই। তবে তার কোন ভিত্তি না থাকায় কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অবশ্য প্রশাসন এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন।